দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

24

আগামী জানুয়ারী থেকে কার্যকর হবে

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম পাল্টানো হচ্ছে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন করা হচ্ছে। পরিবর্তিত এই নতুন জাতীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রমের একটি খসড়া ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমে বর্তমানের চেয়ে পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু প্রায় ৪ গুণ বেশী। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রচলিত পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য 'উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প' নামে কার্যক্রম শুরু হয়। অভিজ্ঞ পাঠ্যসূচী প্রণেতা, শিক্ষক ও বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ভারত, বৃটেন ও মালয়েশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকে এবং দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যায়ন করে এই খসড়া পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৬ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে দেশের সকল স্কুল ও কলেজে এই নতুন পাঠ্যক্রম চালু হবে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা জানান, দীর্ঘ গবেষণা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর পরামর্শ মোতাবেক নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত এই পাঠ্যক্রম বর্তমান বিশ্বের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে, বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বাধুনিক। এই পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বাস্তবভিত্তিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পাবে। যেটা আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে খুবই উপযোগী বলেও উক্ত কর্মকর্তা জানান।

অপরদিকে নগরীর কয়েকটি স্কুল ও কলেজের কয়েকজন

(৮–এর পৃঃ ১–এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যক্রম পাল্টানো হচ্ছে

শিক্ষক জানান, নতুন পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুর কলেবর বর্তমানের চেয়ে গড়ে প্রায় ৪ গুণ বড়। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা যে সময় লেখাপড়া করে তার ৩/৪ গুণ লেখাপড়া না করলে পাঠ্যসূচী শেষ করা সম্ভব হবে না বলে তারা মন্তব্য করেন। আর রাজনৈতিক কারণে হরতাল, ধর্মঘট, বন্যা ইত্যাদির জন্য যে পরিমাণ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তাতে কোর্স শেষ করা সম্ভব হবে না বলে তারা জানান।

শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বই রচনার পর এই ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে। আর নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আগষ্ট মাসের শেষ নাগাদ থেকেই পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে বলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বই রচনা, ছাপা শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ২৪৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা।